রংপুরে কল্যাণী হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী
ধর্ষণের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

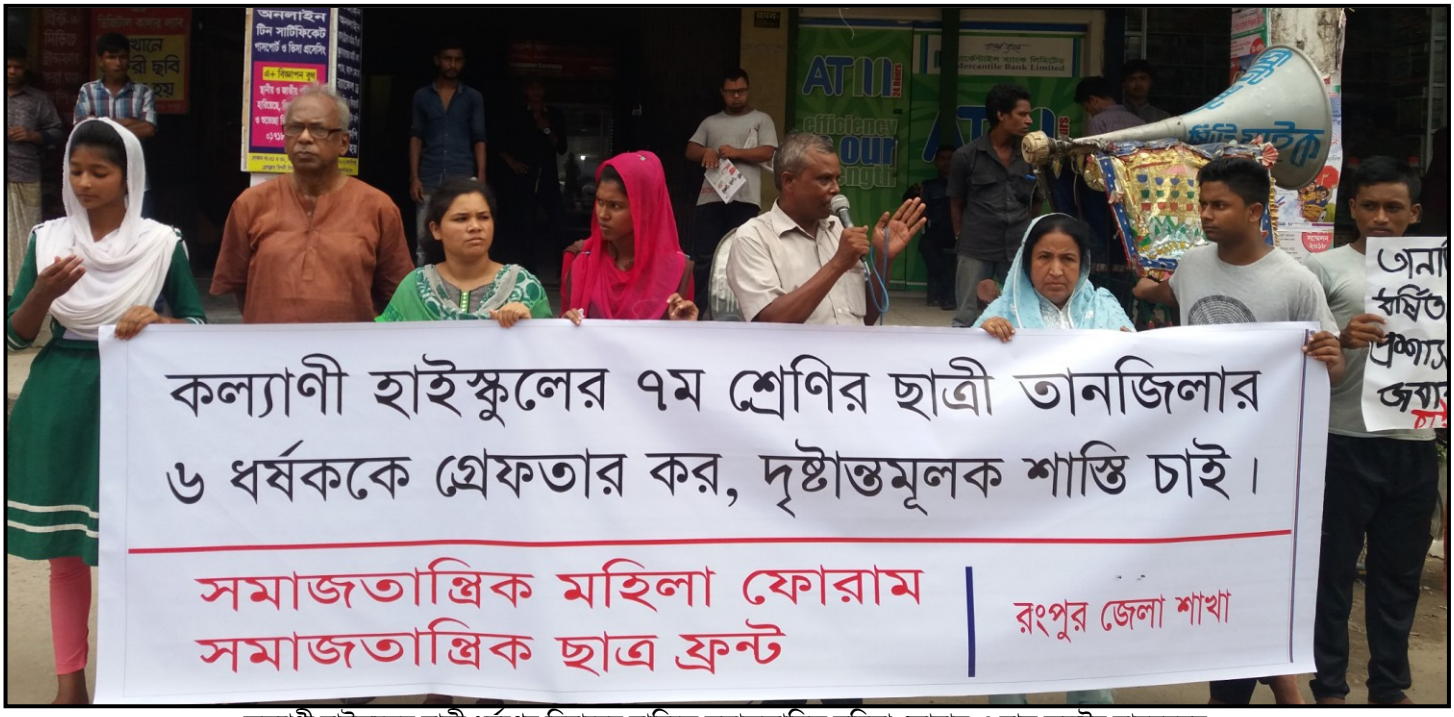

কল্যাণী হাইস্কুলের ছাত্রী ধর্ষণের বিচারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও ছাত্র ফ্রন্টের মানববন্ধন

রংপুর পীরগাছা উপজেলার কল্যাণী হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী তানজিলা আকতার ১৩ সেপ্টেম্বর '১৮ কোচিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে গণধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষকদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট যৌথভাবে ২৬ সেপ্টেম্বর রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন করে। মহিলা ফোরামের জেলা সংগঠক শেফালী বেগমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বাসদ জেলা সমন্বয়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুস, সিপিবির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড শাহাদত হোসেন, বাংলাদেশ জাসদ মহানগর সভাপতি গৌতম রায়, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মাযহারুল ইসলাম লিটন, মহিলা ফোরামের সংগঠক গোলাপি বেগম, ছাত্র ফ্রন্ট বেরোবির সভাপতি যুগেশ ত্রিপুরা, জেলা ছাত্র ফ্রন্টের মৌসুমী আক্তার, প্রহলাদ রায়, ধর্ষিতার সহপাঠী শাহ্ পরাণ, শারমিন, আশরাফিয়া প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তানজিলা রাত সাড়ে ৭টায় কোচিং থেকে ফেরার পথে বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ গজের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়। পূর্বপরিকল্পিতভাবে ছয় ধর্ষক ওৎ পেতে ছিল। তানজিলার অকস্মাৎ মুখ চেপে ধরে পাশেই শ্যালো মেশিন ঘরে নিয়ে গিয়ে ছয় জন পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ধর্ষকদের হুমকি ও লোকলজ্জার ভয়ে হতদরিদ্র পরিবার এই ঘটনাটি চেপে যায়। ধর্ষিতা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে ২১ সেপ্টেম্বর রংপুর মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় মামলা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ধর্ষকদের গ্রেফতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ধর্ষিতার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

ছাত্র ফ্রন্ট নেতার উপর ছাত্রলীগের হামলার নিন্দা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সরকারি তিতুমীর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলামের উপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে ১ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নগর শাখার সভাপতি রুখশানা আফরোজ আশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্টের নগর নেতা মুক্তা বাড়ৈ, অনিক কুমার দাস, নবীনা আখতার, রিয়াজ মাহমুদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠক সুমাইয়া ইসলাম সোমা ও হাফিজ মৃধা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বর ছাত্র ফ্রন্ট তিতুমীর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলামের উপর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সরকারি তিতুমীর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক জুয়েল মোড়লের নেতৃত্বে বর্বরচিত সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তাকে আহত করে। ছাত্রলীগ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একক দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে বিরোধী সংগঠনের মতপ্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তারা বিরোধী কোন মতকে সহ্য করতে পারে না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের জিম্মি করে রেখেছে। হলগুলোতে অন্য কোন ছাত্র সংগঠনকে কোন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে দেয় না। সেখানে মুক্তবুদ্ধির চর্চার কোন সুযোগ নেই।

নেতৃবৃন্দ প্রশাসনের কাছে এই হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেন। এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ছাত্র ফ্রন্ট ঢা.বি. শাখার নেতৃবৃন্দের ওপর সন্ত্রাসী হামলা

গত এক মাসে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা-কমী রর্দওপর চার দফা সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। দেশের মর্যাদাপূণ ইএ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাথী রর্দএখন গণতন্ড্রমুক্তবুদ্ধির চর্চার কোন সুযোগ নেই। সাধারণ ছাত্রদের বা ভিন্ন মতের ছাত্রদের বাধ্যকরা হয় ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে।

কোটা সংস্কারে রান্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ছাত্র ফ্রন্টের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সদস্য সুহাইল আহম্মেদ শুভ আজিমপুর থেকে ক্যাম্পাসে আসার পথে পলাশীর মোড়ে ছাত্রলীগ এসএম (সলিমুল্লাহ মুসলিম) হলের সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে নির্যাতন করে গুরুতরভাবে আহত করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানানোর পর প্রক্টর তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করেন।

ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেনি বলে নির্মল তিরকীকে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করেছে জগন্নাথ হল শাখার ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। তাকে রুম থেকে তুলে নিয়ে সারারাত নির্যাতন চালিয়ে সকালে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ক্যাম্পাসে চলমান সন্ত্রাস, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা রাখার কারণে ছাত্র ফ্রন্টের আরেক জন সদস্য জুবাইদুল হক রনিকে সারা রাত ফজলুল হক হলের গেস্ট রুমে নির্যাতন করে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশে সোপর্দ করে। ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। সর্বশেষ ফেইস বুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার কারণে জগন্নাথ হল ছাত্রলীগের সুজয় ও অভিজিৎসহ ৮-১০ জন মিলে ছাত্র ফ্রন্টের জেমস অর্ক মারান্ডীকে মারধর করে এবং হত্যার হুমকি দেয়। ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের উপর্যপুরী হামলার বিচারসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রী সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আলমগীর সুজন ও সাধারণ সম্পাদক রাজীব কান্তি রায়।

বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

- **ন্যাশনাল ফ্যান কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহতের জন্য দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত কর।**
- **নিহত শ্রমিকদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত কর**

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এর ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকশন ডে উদযাপনে 'সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দাবিতে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বাংলাদেশ কমিটির উদ্যোগে ৩ অক্টোবর '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে

শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বাংলাদেশ কমিটির আহবায়ক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক জোট সভাপতি মেজবা উদ্দিন আহমেদ, শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি কামরুল আহসান, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ এর সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, সরদার খোরশেদ, খালেকুজ্জামান লিপন প্রমুখ।

'ইন্টারন্যাশনাল এ্যকশন ডে'র এই বছরের শ্লোগান 'সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত কর' এই দাবির সাথে সহমত পোষণ করে সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিসমূহ উপেক্ষা করে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রম আইনে অগণতান্ত্রিক ধারা যুক্ত করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, শ্রমিক নেতাদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে, দেশের মধ্যে বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। শ্রমিকদের চাকরি ও কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি।

নেতৃবৃন্দ শ্রম আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনীর অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিল করার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ ২ অক্টোবর গাজীপুরের টঙ্গিতে অবস্থিত ন্যাশনাল ফ্যান কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহতের জন্য দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি, নিহত শ্রমিকদের পরিবার প্রতি আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার দাবি জানান।

শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়িদের শাস্তি
ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করুন

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রাজ্জাক এবং সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন এক বিবৃতিতে ২ অক্টোবর '১৮ গাজীপুরের টঙ্গীতে অবস্থিত 'ন্যাশনাল ফ্যান' কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মালিকদের অবহেলায় একের পর এক কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটছে। শ্রমিকের শ্রমের দাম যেমন কম তেমন তাদের জীবনের নিরাপত্তাও নেই। একের পর এক বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলেও আজ পর্যন্ত কোন মালিককে শাস্তি পেতে হয়নি। ত্রুটিপূর্ণ বয়লার দিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম চলানোর কারণে এই শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের জন্য কারখানার মালিক-কর্তৃপক্ষ আর বয়লার পরিদর্শনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাই দায়ি।

নেতৃবৃন্দ দায়ীদের শাস্তি, কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে আজীবন আয়ের সমপরিমান অর্থ প্রদান, আহতদের চিকিৎসা ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানান।